দেশের সকল শ্রমজীবীর দাবি

চাই মাসে কমপক্ষে

২১ হাজার টাকা মজুরি

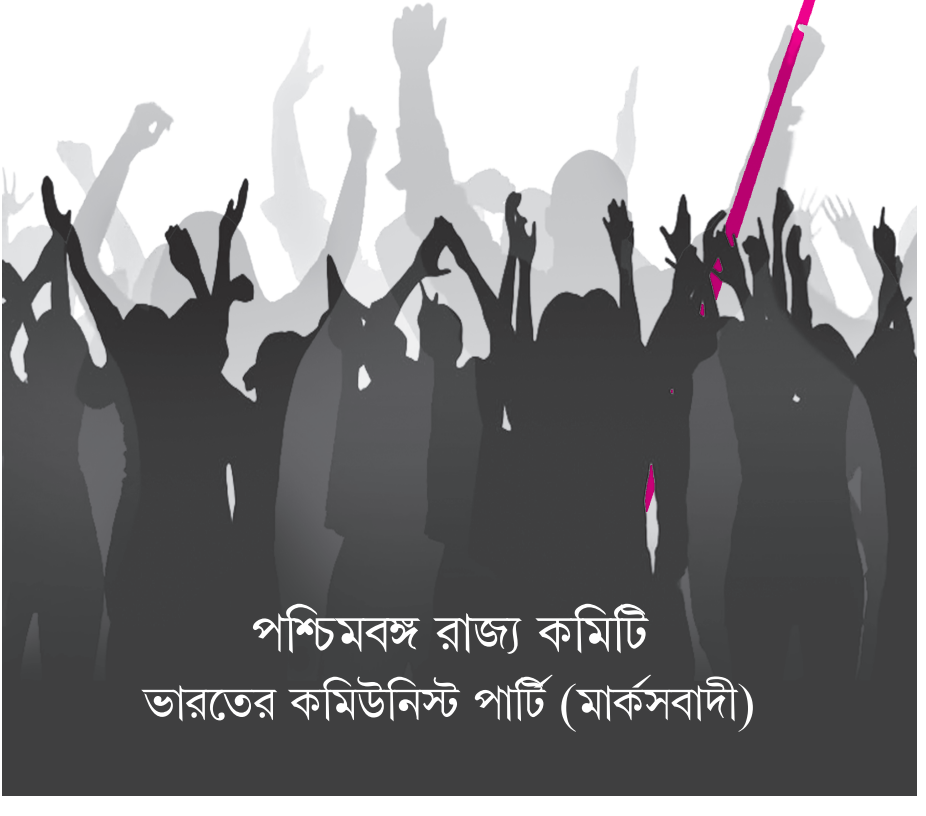

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

মাসে ন্যূনতম ২১ হাজার টাকা মজুরির দাবি অত্যন্ত ন্যায্য

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ যে পথ বেয়ে

ন্যায্য ন্যূনতম মজুরির দাবি গোটা দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের সঙ্গত দাবি। যা পূরণের জন্য বৈধ ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে বামপন্থীরা দাবি জানিয়ে প্রচার আন্দোলন করছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিও এ দাবিতে সোচ্চার। কেন মোদী সরকার কোটি কোটি মানুষের জরুরি ও ন্যায্য দাবি নিয়ে নীরব! রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেন বিরূপ?

এ দাবির ভিত্তি মনগড়া কোনো অঙ্ক নয়। সরকারি নীতিমাফিকই এ দাবি। দেশের সংবিধান প্রণয়নের আগেই হয়েছিল 'দি মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট ১৯৪৮' অর্থাৎ ন্যূনতম মজুরি আইন। দেশের প্রথা বহির্ভূত শ্রমক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরির মাপকাঠি নির্ণয়ের জন্য। শ্রমজীবীদের স্বল্প মজুরি, মজুরি বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্যের প্রভাবে যে আর্থিক, সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে, সেই ভাবনা তখন থেকেই ছিল। শ্রমিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতা থেকেই আন্দোলনের ফসল হিসাবে মজুরি নীতি নির্ণয়ের দীর্ঘ ইতিহাস এ দেশে রয়েছে। ১৯৪৮-এর ন্যূনতম মজুরি আইনেই তামিলনাড়ুর কন্নুড়ের নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরি পরামর্শ মেনে সস্তা নিরামিষ খাদ্য তালিকা (দুধ, চিনি, ডাল, খাদ্যশস্য, গুড় ইত্যাদি) অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি স্থির করার কথা বলা হয়েছিল। ঐ আইনেই গঠিত

ত্রিপাক্ষিক কমিটি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি প্রসঙ্গে বলে – ন্যূনতম মজুরি শ্রমিককে শুধু তার জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই দেওয়া হবে না, তার দক্ষতা রক্ষার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদনের বিষয়ও বিবেচনায় থাকবে।

১৫তম ভারতীয় শ্রম সম্মেলন

শ্রমিকের দুর্বার আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৭-এর ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের ন্যূনতম মজুরি নির্বাচনের মাপকাঠিতে। বলা হয় শ্রমিককে ন্যূনতম মজুরি দেওয়ার সময় তার পরিবার ধরা হবে শ্রমিক (স্বামী ১ ইউনিট), শ্রমিকের স্ত্রী (০.৮ ইউনিট), দুই সন্তান (০.৬×২= ১.২) অর্থাৎ পরিবার মানে ১+০.৮+১.২= ৩ ইউনিট। ইউনিট পিছু ২৭০০ ক্যালোরি শক্তিসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। একটি শ্রমিক পরিবারকে বছরে ৭২ গজ পরিধানের কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ন্যূনতম বাড়ি ভাড়া যা সরকারি শিল্প শ্রমিক আবাসন প্রকল্পে দেওয়া হয়, তা দেওয়া হবে। জ্বালানি, আলো ইত্যাদির জন্য ২০ শতাংশ অতিরিক্ত ন্যূনতম মজুরিতে যুক্ত করা হবে। শ্রম সম্মেলনের অভিমত, ন্যূনতম মজুরি হবে প্রয়োজনভিত্তিক, যা তার ন্যূনতম মানবিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

অসংগঠিত শিল্প শ্রমিক সংক্রান্ত – ১৯৮৭ সংসদীয় সাব কমিটি

সাব কমিটি সুপারিশ করল ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে শ্রমিকের দারিদ্রসীমা, পুষ্টিগত চাহিদা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের বিষয় অতিরিক্তভাবে বিবেচনা করতে হবে। ১৯৬৭-তে নিউটিশন অ্যাডভাইসরি কমিটি সুপারিশ করে সাধারণ শ্রমিকদের খাদ্যগ্রহণ ২৮০০ ক্যালোরি এবং যারা অতিরিক্ত কঠোর পরিশ্রম করে তাদের খাদ্যগ্রহণ ৩০০০ ক্যালোরি হতে হবে। যদিও শেষ অবধি তা গৃহীত হয়নি। ২৭০০ ক্যালোরির খাদ্যের মধ্যে ৬৫ গ্রাম প্রোটিন, ৪৫-৬০ গ্রাম ফ্যাট থাকা

উচিত। দুধ, ডিম, মাছ, মেটে, মাংস জৈবিকভাবে নিরামিষ প্রোটিনের চেয়ে বেশি কার্যকরী। খাবারের এক-পঞ্চমাংশ আমিষ, প্রোটিন হওয়া উচিত।

১৯৯১-তে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়

রেপ্তাকাশ অ্যান্ড কোম্পানি সংক্রান্ত রায়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্ট করে যে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে তার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, স্বাস্থ্য খরচ, উৎসবের বিনোদন, বার্ধক্য, বিবাহ ইত্যাদি বিষয় দেখার জন্য ২৫ শতাংশ, অতিরিক্ত যুক্ত করতে হবে। এই সময়তেই ন্যাশনাল কমিশন অন রুরাল ওয়েজ অর্থাৎ গ্রামীণ মজুরি সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি তৃণমূল স্তরে সুষমভাবে তৈরি করার কথা বলে। তারা বিষয়টি প্ল্যানিং কমিশন ও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ টাস্ক ফোর্সের উপর ছেড়ে দেয় তা নির্ধারণের জন্য।

ট্রেড ইউনিয়নের দাবি – ন্যূনতম মজুরি

শ্রমিক পরিবারকে ৩ থেকে ৫ ইউনিট ধরার দাবি জানায় সিআইটিইউ তার নবম জাতীয় সম্মেলনে। ১৯৯৭-এ কোচির এই সম্মেলন ন্যূনতম মজুরিকে সকল কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং তাকে ভোগ্যপণ্যের সূচকের (কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স) সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলে। যেহেতু বাজার স্থিতিশীল নয়, সেইজন্য বছরে ২ বার বা কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সের প্রতি ৫০ পয়েন্ট বৃদ্ধিতে ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনা করার দাবি সিআইটিইউ জানায়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১৩১তম কনভেনশন

১৯৭০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা করে। তারা বলে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে যে বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া

দরকার তা হলো – (১) শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন (২) সারা দেশে সাধারণ মজুরির চেহারা (৩) জীবনযাপনের ব্যয় (৪) সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুবিধাগুলি (৫) অন্যান্য সামাজিক সংস্থার মানুষদের সঙ্গে মজুরির ফারাক (৬) অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতার স্তর, অন্য ভালো কাজ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি।

গভীরভাবে আরও যে বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে আনতে বলা হয় তা হলো – (১) শ্রমিক এবং তার উপর নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা (২) শিল্পের তা প্রদানের ক্ষমতা (৩) এলাকাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট শিল্পের বর্তমান মজুরি (৪) রাজ্যের ঐ অঞ্চলের অর্থনীতিতে শিল্পটির অবস্থান (৫) পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির ন্যূনতম মজুরি (৬) উন্নয়নশীল অর্থনীতির চাহিদা (৭) জাতীয় আয়।

সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত সুপারিশ

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ, সুপ্রিম কোর্টের ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত রায় (রপ্তাকাশ অ্যান্ড কোম্পানি) ২০১২-র ৪৪তম ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ, ২০১৫-এর ৪৬তম ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ, ড. অ্যাক্রয়েড ফর্মূলাকে বিবেচনা করে। বাজার দর মাথায় রেখে বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবনার প্রতিফলন ছিল। তারা ন্যূনতম মজুরি পূর্বের ৭,০০০ থেকে ১৮,০০০ টাকা করার সুপারিশ করে। ২৯ জুন ২০১৬ কেন্দ্রীয় সরকার তা গ্রহণ করে। যদিও শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দাবি ছিল তা মাসিক ২৬,০০০ টাকা করার।

২০১৬-তে উত্থাপিত ১৮,০০০ টাকা ন্যূনতম মাসিক মজুরির দাবি যে অঙ্কে...

সামগ্রী	প্রতি মাসে ৩জনের (কেজি, লিটার, মিটার)	গড় দাম ১লা জুলাই ২০১৫-তে	মোট টাকা
সরু চাল বা সাদা আটা	৪২.৭৫ কেজি	৪০.০০	১৭১০.০০
ডাল	৭.২০ কেজি	১৪০.০০	১০০৮.০০
কাঁচা সবজি	৯ কেজি	৪১.০০	৩৬৯.০০
সবুজ সবজি	১১.২৫ কেজি	৪৫.০০	৫০৭.০০
অন্যান্য সবজি	৬.৭৫ কেজি	৫৫.০০	৩৭২.০০
ফল	১০.৮০ কেজি	৭৫.০০	৮১০.০০
দুধ	১৮ লিটার	৩৩.০০	৫৯৪.০০
চিনি	৫ কেজি	৩৯.৫০	১৯৮.০০
রান্নার তেল	৩.৬০ লিটার	১১৪.০০	৪১১.০০
মাছ	২.৫০ কেজি	৪১০.০০	১০২৫.০০
পাঁঠার মাংস	৫ কেজি	৪৫০.০০	২২৫০.০০
ডিম	৯০টা	৫.০০	৪৫০.০০
ডিটারজেন্ট	১ কেজি	১৬১.৫৮	১৬২.০০
কাপড়	৫.৫ মিটার	২৫০.০০	১৩৭৫.০০
মোট			**১১,২৪১.০০**
জ্বালানি, আলো ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত ২০ শতাংশ			২,২৪৮.০০
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, বার্ধক্য, বিবাহ ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ			২,৮১০.২৫
আবাসনের জন্য অতিরিক্ত ১০ শতাংশ			১,৬২৯.০০
মোট			**১৭,৯২৯.৩৯**
দক্ষ শ্রমিক বা গ্রুপ সি কর্মচারীর ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিকের ন্যূনতম মাসিক মজুরির সঙ্গে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ যুক্ত হবে অর্থাৎ			৪৪৮২.৩৫
মোট			**২২৪১১.৭৪**
১লা জুলাই ২০১৫ থেকে ১লা জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির জন্য ৬ শতাংশ অতিরিক্ত যুক্ত হবে অর্থাৎ			১৩৪৪.৭২
২০১৬-র ১লা জানুয়ারি দক্ষ শ্রমিক বা গ্রুপ সি কর্মচারীর ন্যূনতম মজুরি			**২৩,৭৫৬.৪৬**

এবারের ন্যূনতম মজুরির দাবি মাসিক ২১,০০০ টাকা – কোন মাপকাঠিতে

জানুয়ারি ২০১৬-তে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল ১৮,৯৬৫.১৩। সেই সময় কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য মূল্যসূচক ছিল ১২৬.৩ (২০১০-এর জানুয়ারিতে পণ্যমূল্য সূচক ১০০ ধরে)। ২০১১ থেকে ২০১৯ অবধি গড় পণ্যমূল্য সূচক ছিল ১১৯.৮৬। কিন্তু সেপ্টেম্বর ২০১৯-এর ভোগ্যপণ্য মূল্যসূচক এ সময়কালের সর্বোচ্চ হয়ে দাঁড়ায় ১৪৫.৮০। সেই দিক থেকে জুলাই ২০১৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ অবধি সাধারণ ভোগ্যপণ্য মূল্যসূচকের বৃদ্ধি হয়েছে ২১.৬৭ পয়েন্ট। অর্থাৎ সেই অঙ্কে ন্যূনতম মজুরি প্রায় ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়ার কথা। যেটা হওয়ার কথা সাতাশ হাজার ঊর্ধ্বে তাকেই শ্রমিক আন্দোলন আপাতভাবে একুশ হাজারের দাবি করছে। সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন ন্যূনতম বেতন সুপারিশ করেছে মাসিক ১৮,০০০ টাকা। অর্থাৎ ১৮,০০০/২৬ দৈনিক ৬৯২.৩১ টাকা। এই হিসাবে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ দিনে দাঁড়ায় ২১,০০০ টাকা। কর্পোরেট হাউস, বৃহৎ বুর্জোয়া, কেন্দ্রীয় সরকার তির্যক হেসে একে অবাস্তব ইস্যু আখ্যা দিচ্ছে। অক্সফার্ম রিপোর্ট অনুসারে ভারতের ৬১.৫০ কোটি মানুষের চেয়ে শীর্ষ ১৫ জন ধনীর সম্পদ অনেক বেশি। এই ধনীদের স্বার্থরক্ষাই মোদী সরকারের মূল ধ্যানজ্ঞান; গরিব শ্রমজীবীরা তাদের চরম বঞ্চনার শিকার। তারা জানে না শ্রমিকের হাতে এ তথ্য আছে যে ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮ এই সময়কালের মধ্যে লাভের শতাংশ মালিকের হাতে বেড়েছে ৪৫ থেকে ৬৫ শতাংশ – ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ এই পর্বের তুলনায়। বিমুদ্রাকরণ, জিএসটি ইত্যাদিতে দেশে ২ কোটি মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে। মোদী সরকার ক্রমশ তার উন্নয়নকে কর্মহীন বা 'জব-লেস' থেকে কর্মচ্যুতি বা 'জব-লসে' নিয়ে গেছে। শ্রমের বাজারে প্রচুর ভিড়। ৫০ বছরে বেকারী সর্বোচ্চ। ভারতের শ্রমিকের মজুরিকে আরও সস্তা হতে হবে – সরকার, দেশী-বিদেশী কর্পোরেটের নিদান। এমনিতেই চীন, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া এমনকি বাংলাদেশের চেয়েও মজুরি সস্তা

এখানে। অথচ এ বছরের ৪ঠা জুলাই সংসদে দেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে শ্রমিকের সুরক্ষা এবং দারিদ্র প্রশমনে সুপরিকল্পিত ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা এক ক্ষমতাশালী অস্ত্র হতে পারে – যদি তা যথাযথ স্তরে নিশ্চিতভাবে প্রয়োগ করা যায়। কথায় ও কাজে ফারাক আকাশ-পাতাল।

দিল্লির জন্য সাম্প্রতিক সুপ্রিম কোর্টের রায়

সুপ্রিম কোর্টে দিল্লি সরকার স্পেশাল লিভ পিটিশন করেছিল দিল্লি হাইকোর্টের এক রায়ের বিরুদ্ধে। সুপ্রিম কোর্টের অন্তবর্তীকালীন রায়ের নির্দেশে দিল্লি সরকার ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি বা অ্যাডভাইজারি বডি গঠন করে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী মাসিক ১৪,৮৪২ টাকা ন্যূনতম মজুরির (অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য) প্রস্তাব সুপ্রিম কোর্টে পাঠায়। ১৪ অক্টোবর ২০১৯ সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি সরকারকে তাদের প্রস্তাব ১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে কার্যকরী করতে বলে। ডিএ যোগ করলে তা দাঁড়াবে টাকায় মাসিক পনেরো হাজারের ঊর্ধ্বে। পূর্বের থেকে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এই প্রতিকূলতায়ও কি করতে পারে এ তারই এক নিদর্শন। দিল্লি সরকার কিছুটা হলেও অগ্রসর হয়েছে। কেন তৃণমূল সরকার এই দাবি মেনে নিচ্ছে না, কৈফিয়ত চাইতে হবে সমগ্র শ্রমজীবীদের। আরএসএস-বিজেপি'কে জবাবদিহি করতে হবে কেন ন্যূনতম মজুরির খুবই সঙ্গত দাবি: তাদের মোদী সরকার মেনে নিয়ে কার্যকর করতে উদ্যোগ নিচ্ছে না!

আন্তর্জাতিক ক্ষুধা সূচকের ভারতের লজ্জা দূর করতে এবং দারিদ্র্য ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে দেশের গ্রাম-শহর সব মানুষের জন্য রেগায় দৈনিক ৩৭৫ টাকা মজুরি ও ২০০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে হবে।

মোদী সরকার আছে শ্রমিক বিরোধিতাতেই : তৃণমূলও

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক (MOLE) সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেছে। ২৭০০-র পরিবর্তে ২৪০০

ক্যালোরি শ্রমিকের খাদ্যগ্রহণ নির্ধারণ করেছে। খাদ্যের দাম করা হয়েছে ২০১২ সালের জিনিসের দাম যাতে ন্যূনতম মজুরি কম করা যায়। জ্বালানি, আলো ইত্যাদির জন্য ২০ শতাংশ যোগ করেনি। সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত অতিরিক্ত ২৫ শতাংশও যোগ করেনি। এই শঠতা করে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেছে মাসিক ৮৮৯২–১১৬২২ টাকা। যেখানে সপ্তম বেতন কমিশন তা নির্ধারণ করেছে ১৮,০০০ টাকা। প্রতারণার স্তরটি এতটাই যে একদিকে বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিবারের ইউনিট সংখ্যা বাড়িয়ে করেছে ৩ থেকে ৩.৬। অথচ ন্যূনতম মজুরি কমিয়ে নির্ধারণ করেছে। কমিটি এই বোধগম্যতার বাইরে যে শ্রমিক ছাড়া যারা শ্রমিকের বাড়িতে থাকে তারাও কাজ করে। রান্না করে, বাচ্চা দেখাশোনা করে, বাড়ির অবৈতনিক যাবতীয় গৃহস্থালী কাজ করে। এদের মজুরি কে দেবে? সমাজের সবচাইতে শোষিত ও বঞ্চিত ৪০ শতাংশ নারী বিনা মজুরির মজুর গৃহে অথবা গৃহকোণে। বেতনহীন কাজ শ্রমজীবী মহিলারা করেন দিনে তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা। মহিলা নির্যাতনও বাড়বাড়ন্ত, প্রতিকারের কোন উদ্যোগ বা সদিচ্ছা বলতে সরকারের তরফে প্রায় কিছুই নেই। যখনই ট্রেড ইউনিয়ন এটাসহ শ্রমিকদের অন্যান্য একান্ত জরুরি দাবি আদায়ে কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন-ধর্মঘট করে, তৃণমূল সরকার তা ভাঙার জন্য প্রচণ্ড দমনপীড়ন চালায়।

১৩ জুলাই ২০১৯-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ওয়েজ কোড বিলের অনুমোদন করেছে। বলা হয়েছে, ন্যূনতম মজুরি হবে দৈনিক ১৭৮ টাকা, মাসে ৪৬২৮ টাকা। সবার থেকে কম। এটাই নাকি হবে ন্যাশনাল ফ্লোর লেভেল মিনিমাম ওয়েজ। ৩১টা রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত প্রত্যেক অঞ্চলেই বর্তমানে এর চেয়ে বেশি ন্যূনতম মজুরি চালু। কেন্দ্রীয় সরকার কি চাইছে রাজ্যগুলি বর্তমানে শ্রমিককে দেওয়া ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ কমাক?

রাজনৈতিক সদিচ্ছা – উদাহরণ কেরালার বাম সরকার

সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ন্যূনতম মজুরি কেরালার বাম সরকার ঘোষণা করেছে। আঠারো হাজার টাকা প্রতিমাসে। এক মাস আগে

এটাই ছিল সারা দেশে শ্রমিকদের এত বাধা, আর্থিক টানাটানির মধ্যে ছোট এই রাজ্য সারা দেশের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি। ন্যূনতম মজুরির চেয়ে বেশিরভাগ সেক্টরেই বেশি আয় করে শ্রমিকরা। ন্যূনতম মজুরির অধিকার সম্পর্কে জনগণ সজাগ। ট্রেড ইউনিয়ন সতর্ক। ন্যূনতম মজুরি রক্ষার বিষয়ে সরকারি তদারকিও বিস্তৃত।

দারিদ্র, বেকারী, বৈষম্য ঊর্ধ্বমুখী

মজুরি ভাগ হয়েছিল ৩ ভাগে। 'লিভিং', 'ফেয়ার', 'মিনিমাম'। 'লিভিং' মানে সর্বোচ্চ মজুরি যা ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবে। 'ফেয়ার' মানে ন্যূনতম প্রয়োজনের নিচে, মালিকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। 'মিনিমাম' মানে তারও নিচে, কিন্তু এর সংবিধিবদ্ধ বিধান আছে। সুপ্রিম কোর্ট নয়ের দশকের শুরুতে বলেছিল ন্যূনতম মজুরি শ্রমিকের আইনগত অধিকার, কারোর দয়ার দান নয়। কোনও শিল্পপতির অধিকার নেই তা কম দেওয়ার। নয়া উদার অর্থনীতির ধাক্কায় এইসব নিদানগুলি এলোমেলো, বিধ্বস্ত। মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট ১৯৪৮ সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে ধুলায় পড়ে থেকেছে। মোট শ্রমিকদের মাত্র ৬ শতাংশ মাসিক মজুরি পায়। ঠিকে অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বলেছে ভারতের ৫৭ শতাংশ নিয়মিত কর্মী ১০,০০০ টাকার নিচে মাসিক মজুরি পায়। ক্যাজুয়াল বা অস্থায়ী কর্মীদের ৫৯ শতাংশ মাসিক মজুরি ৫০০০ টাকার নিচে, ৮৪.৩ শতাংশ মাসিক মজুরি ৭৫০০ টাকার নিচে। চুক্তি শ্রমিকের ৬৬.৭ শতাংশের মাসিক মজুরি ৭০০০ টাকার নিচে। 'সমকাজে সমমজুরি'র অবস্থা 'তুমি আজ কত দূরে'র মতো। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও বলেছে ৪১ শতাংশ ভারতীয় মনে করে তাঁরা স্বল্প মজুরি পান। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির ২২টির মধ্যে মজুরির দিক থেকে পিছনের দিকে ৪ নম্বরে ভারত। পিছনে কেবল বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মঙ্গোলিয়া, ক্ষুধাসূচকে ভারতের স্থান প্রতিবেশিদেরও নিচে। ক্রয়ক্ষমতা নামছে, বাড়ছে মন্দা ও বেকারী।

স্বল্প মজুরির মধ্যেও বৈষম্য পাহাড়সমান। কখনও তা জাতভেদে, লিঙ্গভেদে, নানা আঙ্গিকে। গবেষণায় দেখা গেছে শহুরে শ্রমিক যারা তফসিলি/আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত তারা অ-তফসিলি, আদিবাসীর তুলনায় গড়ে ১৫ শতাংশ মজুরি কম পান। ন্যাশনাল স্যাম্পলিং সার্ভে অব অর্গানাইজেশনের ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০১১-১২'র তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে জাতিবৈষম্যের কারণে তফসিলি শ্রমিকরা সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ১৯.৪ শতাংশ এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে ৩১.৭ শতাংশ কম মজুরি পায়। মেয়েরা সাধারণভাবে পুরুষ শ্রমিকদের থেকে ২৪.০৭ শতাংশ কম মজুরি পায়। শিশুশ্রম বেআইনী। কিন্তু সস্তা শ্রমে নামমাত্র মজুরিতে নিযুক্ত শিশুদের ওপরও চলছে অমানুষিক শোষণ।

দেশে দারিদ্রসীমার সংজ্ঞা গ্রামে ২২০০ ক্যালোরি শক্তিসম্পন্ন খাদ্যগ্রহণ, শহরে তা ২১০০ ক্যালোরি। অর্থাৎ ৩×২৭০০=৮১০০ ক্যালোরি। অথচ পরিবারে ৪জন সদস্য। সুতরাং ব্যক্তি পিছু খাদ্যগ্রহণ ৮১০০/৪=২০৫০ ক্যালোরি। অর্থাৎ দারিদ্রসীমার নিচে। স্বাধীনতার সাত দশক উত্তীর্ণ হওয়ার পরও সরকার নিজেই দারিদ্রসীমার অতলে তলিয়ে দিতে চাইছে দেশের সম্পদ সৃষ্টিকারী সব অংশের শ্রমজীবী এবং শ্রমিকশ্রেণীকে।

গ্রামীণ কাজ ও মজুরি

অর্থনীতিতে মন্দা ও সংকটের কারণে গ্রামীণ শ্রমিকদের দুর্দশা বেড়ে চলেছে। ভারতে ১৩ কোটি পরিবার এম এন রেগার কাজের ওপর নির্ভর করে। পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রামীণ কাজের নিশ্চয়তা প্রকল্প। এ বছরের ৫ই জুলাই অর্থমন্ত্রী প্রকল্পের যে অর্থ বরাদ্দ বাজেটে করেছেন তা ৬০ হাজার কোটি। গত বছর ছিল ৬১,০৮৪ কোটি। মানে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন ন্যূনতম এই প্রকল্প রূপায়ণে ৮৮,০০০ কোটি প্রয়োজন। ১৩কোটি জবকার্ড হোল্ডারকে বছরে ১০০ দিন কাজ দিলে অর্থের প্রয়োজন হয় ১৩×১০০×২১৭ টাকা/প্রতিদিন = ২.৮ লাখ কোটি টাকা। অথচ সরকারি বরাদ্দ তার

কেবলমাত্র ২১.৪২ শতাংশ। পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এম এন রেগা মানে তথাকথিত ১০০ দিনের কাজকে বলা হয় সেরা প্রকল্প, ভারতের গ্রামীন অর্থনৈতিক জীবনরেখা। গ্রামীণ দারিদ্রের খানিকটা সুরাহা, মহিলাদের আর্থিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে গত এক দশকে এম এন রেগা। তাসত্ত্বেও সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ন্যূনতম মজুরির চেয়েও কম এর মজুরি। উপরন্তু, সংকুচিত হয়েছে কাজ। আবার চুরিও অনেক। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিলো তাদের বিচারে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ হয়েছিল দৈনিক ৩৭৫ টাকা। এই টাকাটাই রেগার মজুরি হিসাবে দাবি করেছিল শ্রমিকরা। তাদের অভিযোগ ছিল কৃষি মজুরির ন্যূনতম মজুরি পর্যন্ত রেগা কর্মীরা পান না। সময়মতো প্রাপ্য বকেয়া পান না। গ্রামীন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোয়াব সরাসরি জানিয়ে দেন ন্যূনতম মজুরি রেগা কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, রেগা চলবে তার নিজস্ব আইনে। অথচ রেগা শুরুর সময় অ্যাক্টে বলা হয়েছিল এর মজুরি কখনো ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হবে না। আইনে বলা ছিল যে রেগার কাজের আবেদনকারীকে ১৫ দিনের মধ্যে কাজ না দিতে পারলে সরকারকে মজুরির কিছু শতাংশ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কথা কথাতেই রয়ে যায়, কাজে প্রতিফলিত হয় না। তা কেন্দ্রের সরকার হোক বা রাজ্য সরকার।

মাঠ পাথার গ্রাম নগর বন্দরে তৈরি হও

সারা পৃথিবীজুড়ে অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটছেই না। এত প্রলম্বিত অর্থনৈতিক শ্লথগতি পৃথিবী দেখেনি। দেশে মোদীর আমলেও নিঃশব্দ অর্থনৈতিক মন্দা গভীরতর। আগ্রাসী নয়া উদারনীতির অ্যাজেন্ডা ক্রিয়াশীল। চলছে দেশি, বিদেশি কর্পোরেট, ধান্দাবাজি অর্থনীতি ও মহাধনীর দাপাদাপি। মুনাফার লালসায় শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সরকার-কর্পোরেট ষড়যন্ত্র চলছেই। মজুরি কমানো, সামাজিক সুরক্ষা ছেঁটে নেওয়া, ভরতুকি তোলা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ধ্বংস, অর্জিত অধিকার

কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি নিয়েই সারা ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী সোচ্চার। প্রতিফলনে আগামী বছরের ৮ জানুয়ারি সারাদেশে ধর্মঘট। তারই অন্যতম দাবি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি মাসিক একুশ হাজার টাকা করার।

এ দাবির সপক্ষে এবং এ দাবি পূরণ ও কার্যকর করতে সমস্ত অংশের শ্রমজীবীদের শ্রেণী ঐক্য গড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নভেম্বর, ২০১৯

দাম : ৫ টাকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে সুখেন্দু পানিগ্রাহী কর্তৃক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং জয়ন্ত শীল কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬ থেকে মুদ্রিত।